وَإِنْتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوافَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ

"মজবুত সংকল্প, দৃঢ় সিদ্ধান্ত"

তোমরা যদি তোমাদের আদর্শের
উপর অটল থাকো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো
তবে এটাই হবে মজবুত সঙ্কল্পের কাজ।(৩:১৮৬)

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ "মজবুত সংকল্প, দৃঢ় সিদ্ধান্ত"

"আ' জা মা" ع ز م এই তিন অক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দগুলো পবিত্র,কোরআন মজীদে ৯ বার এসেছে। "আ'জামা (ع ز م) অর্থ হল মজবুত সংকল্প/দৃঢ় সিদ্ধান্ত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল ইমরানঃ

১।তোমরা আহলে কিতাবীদের ও মুষরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। তবে তোমরা যদি তোমাদের আদর্শের উপর অটল থাকো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো, তবে এটাই হবে মজবুত সংকল্পের কাজ।

সুরা ৩ আল ইমরানঃ আয়াতঃ ১৮৬

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۫ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ
وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۸۶﴾

অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবনসমূহের দ্বারা পরীক্ষিত হবে এবং যাদেরকে তোমাদের পূর্বে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে, তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে; এবং যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও, তবে অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কার্যাবলীর অন্তর্গত।

২।(হে মুহাম্মদ) এটা আল্লাহরুই রহমত যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল.....আর কার্য পরিচালনায় তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে.....।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ১৫৯

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي
الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿۱۵۹﴾

অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশ ভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হতো, অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করএবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অনন্তর যখন তুমি সংকল্প করেছ তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা তোয়াহা

৩।ইতোপুর্বে আমি আদমকে একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম, কন্তু সে ভূলে গিয়েছিলো, আমি তাকে মজবুত সঙ্কল্পের অধিকারী পাইনি।

সুরা ২০ তোয়াহা,আয়াতঃ ১১৫

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

আমিতো ইতিপূর্বে আদম(আঃ)এর হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম; কিন্তু সে ভূলে গিয়েছিলো । আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা লুকমান

৪।(লোকমানের উপদেশ)হে আমার পুত্র কায়েম করবে সালাত, আদেশ করবে ভালো কাজের, নিষেধ করবে মন্দ কাজ করতে এবং ধৈর্য ধারণ করবে বিপদ মুসিবতে, নিশ্চয়ই এটা মজবুত সংকল্পের কাজ।

সুরা ৩১ লুকমান, আয়াতঃ ১৭

يَٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾

হে বৎস! নামায কায়েম করবে, ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দকাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

৫।পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শুরা

যে সবর অবলম্বন করে এবং ক্ষমা করে দেয়, তার সে কাজ অবশ্যই আল্লাহর পছন্দনীয় মহোত্তম সংকল্পের কাজ।

সুরা ৪২ আশ শুরা, আয়াতঃ ৪৩

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তা হবে অবশ্যই দৃঢ় সাহসিকতা পূর্ণ কর্মসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আহকাফ

৬। (মুহাম্মাদ(সঃ)কে বলা হচ্ছে)ঃ তুমি সবর অবলম্বন করো যেমন সবর অবলম্বন করেছিলো দৃঢ়তা অবলম্বনকারী রসুলরা।

সুরা ৪৬ আল আহকাফ, আয়াতঃ৩৫

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ
بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসুলগণ এবং তাদের জন্যে (শাস্তির প্রার্থনায়)তাড়াতাড়ি করো না।তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা সেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে তারা যেন দিবসের কিছুক্ষণের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা হলো সংবাদ দেয়া, সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকেও ধ্বংস করা হবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা মুহাম্মাদ

৭।(দুর্বল ঈমানদারদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে)তাদের জন্য উত্তম হতো আনুগত্য করা এবং পজিটিভ কথা বলা। সুতরাং সিদ্ধান্ত যখন চুড়ান্ত হয় তখন যদি তারা আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করতো সেটাই হতো তাদের জন্যে কল্যাণকর।

সুরা ৪৭ মুহাম্মদ, আয়াতঃ ২১

طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۚ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

আনুগত্য করা ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। অতঃপর যখন (জিহাদের) সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হয় আর তারা আল্লাহর সাথে সততা রক্ষা করে তবে তাদের জন্যে এটা মঙ্গলজনক হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বাকারা

৮।তারা যদি তালাক দেয়ার সিদ্ধান্তই নেয় তবে তারা জেনে রাখুক অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ২২৭

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

পক্ষান্তরে তারা যদি তালাক দিতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

৯। ইদ্দতকাল পার না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের আকদ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিও না।

সুরা ২ বাকারা , আয়াতঃ ২৩৫

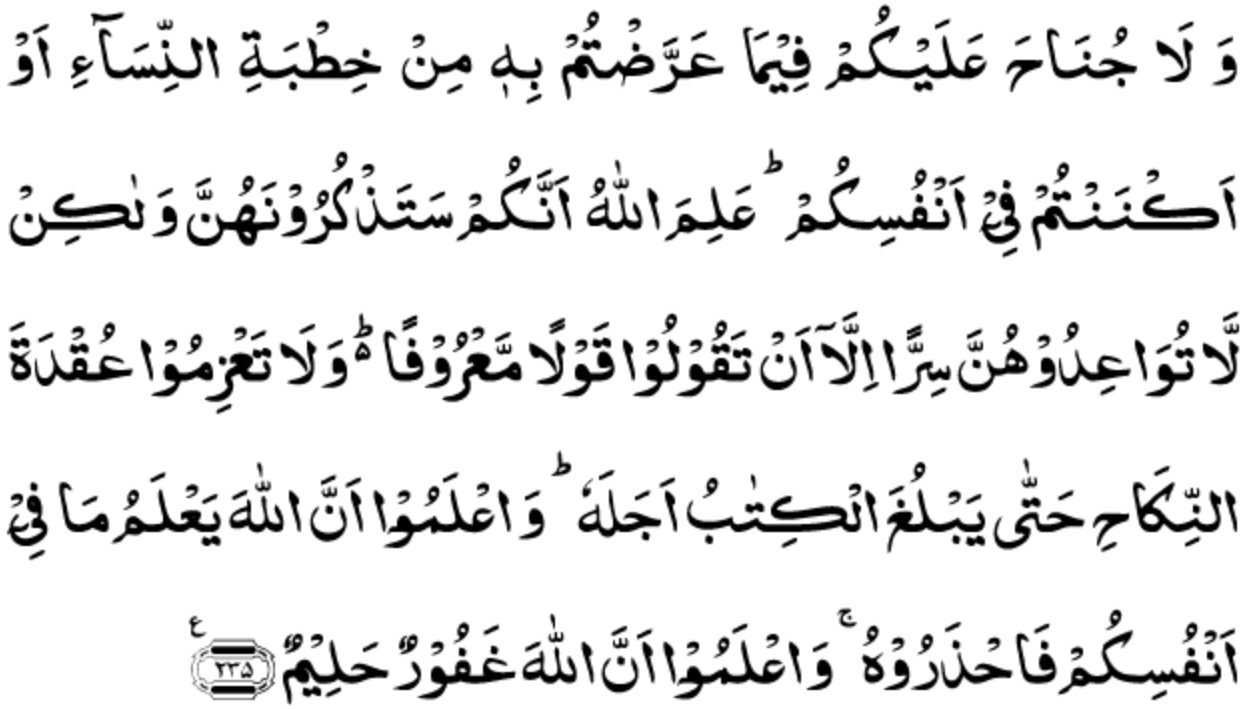

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيۡمَا عَرَّضۡتُمۡ بِهٖ مِنۡ خِطۡبَةِ النِّسَآءِ اَوۡ
اَكۡنَنۡتُمۡ فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُوۡنَهُنَّ وَلٰكِنۡ
لَّا تُوَاعِدُوۡهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ۬ؕ وَلَا تَعۡزِمُوۡا عُقۡدَةَ
النِّكَاحِ حَتّٰى يَبۡلُغَ الۡكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا فِىۡۤ
اَنۡفُسِكُمۡ فَاحۡذَرُوۡهُ ۚ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ حَلِيۡمٌ ﴿۲۳۵﴾

এবং তোমরা স্ত্রীলোকদের প্রস্তাব সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে যা ব্যক্ত কর অথবা নিজেদের মনে গোপনে যা পোষণ করে থাক তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা তাদের বিষয় আলোচনা করবে; কিন্তু গুপ্তভাবে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করো না; বরং বিহিতভাবে তাদের সাথে কথা বল এবং নির্ধারিত সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সংকল্প করো না এবং এটাও

জেনে রেখো যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত। অতএব তোমরা তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর উপর ঈমান আনা, দ্বীনের উপর অবিচল থাকা, শিরকমুক্ত জীবনযাপন করা, দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়া, দুনিয়ার প্রলোভন ত্যাগ করা, অল্পতে সন্তোষ্ট থাকা, দ্বীনের পথে চলতে মুষরিক মুনাফিকদের ভ্রুকুটি সহ্য করা, এবং এ পথে চলতে গেলে মাল ও জানের ক্ষতি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ সমস্ত পরিস্থিতিতে দৃঢ় সংকল্প ও মজবুত থাকার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর স্মরণ। বেশী বেশী ইবাদত এবং আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা।

আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের উপর অবিচল- অটল, দৃঢ় সংকল্প ও মজবুত থাকার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....